দৈনিক সংবাদ

তারিখ 17 JAN 1999
পৃঃ 5 কলাম 3

০৭

কটিয়াদী উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ), ১৫ই জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— প্রয়োজনীয় শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণসহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাবে, বই, খাতা, পেন্সিল, চক, কলমসহ কাগজের মূল্যবৃদ্ধির দরুন এবং অধিকাংশ বিদ্যালয় গৃহের জরাজীর্ণতার জন্য কটিয়াদী উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

এই উপজেলায় ৮১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। তাছাড়া ১টি আদর্শ শিশু শিক্ষা নিকেতন ও ৫৩টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। কয়েকটি বিদ্যালয় ছাড়া বাদবাকী সমস্ত বিদ্যালয়ের অবস্থাই করুণ। এ সমস্ত বিদ্যালয়ের অধিকাংশই টিনের ছাউনি, বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরী। অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস রুমের অভাবে বারান্দায় বসে অধ্যয়ন করতে দেখা যায়। কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাদ ধসে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

অধিকাংশ সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রয়োজনীয় সংখ্যক চেয়ার টেবিল, বেঞ্চ, আলমারী ও ব্লাক বোর্ড নেই। ছাত্র ছাত্রীদের মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হয় এবং শিক্ষকরাও দাঁড়িয়ে শিক্ষা দিতে বাধ্য হন।

তাছাড়া অধিকাংশ বিদ্যালয়ে নলকূপ থাকলেও তেমন কোন উপকার হয় না। এগুলো প্রায় সময়ই অচল থাকে। পায়খানা-প্রস্রাবখানার সুযোগ-সুবিধা প্রায় অধিকাংশ বিদ্যালয়েই নেই। ফলে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের দারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এছাড়া প্রায় প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে খেলার মাঠের ব্যবস্থা না থাকায় ক্রীড়াচর্চার সামান্য সুযোগ হতেও ছাত্র-ছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে।

ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংকটের কারণে এবং শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির দরুন এ উপজেলায় শিক্ষার্থীদের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

এ উপজেলার করগাঁও মামুদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার কোন পরিবেশ নেই। এ বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের উপস্থিতি নিয়মিত নয় বলে অভিযোগ রয়েছে। ছাত্র সংখ্যা খুবই নগণ্য। চরগোরারকান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫৩ শতাংশ জমির মধ্যে মাত্র ১৮ শতাংশ বিদ্যালয়ের দখলে আছে। বাকীটা অবৈধ দখলকারীদের হাতে চলে গেছে। ভোগপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ফসল ফলানো হয় কিন্তু আয়-ব্যায়ের কোন হিসাবে নেই। বিদ্যালয়ে মাত্র ৬টি বেঞ্চ ও ১টি চেয়ার রয়েছে। শিক্ষক সংখ্যা মাত্র ৩ জন। কটিয়াদী ২নং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের প্রয়োজন ১০ জন সেখানে আছেন মাত্র ৭ জন। হালুয়াপাড়াতে ছাত্রছাত্রীরা মেঝেতে বসে ক্লাস করে। ঝড়ে বিধ্বস্ত চাতল বাঘবেড় বিদ্যালয়টি আজো পুরোপুরি মেরামত করা হয়নি। মণ্ডল ভোগে রাতের বেলায় গরু বাঁধা হয়। রামদী ও বাগরাঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ ধসে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

এদিকে চলতি বছর ব্যাপক বন্যায় ৪৫টি বিদ্যালয়ের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়েছে; কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না।